দৈনিক ইত্তেফাক 74
তারিখ ... 0.2.JUL 1998... ...
পৃষ্ঠা: ১৬ কলাম ৭ .....

বই ও গণিতের ভারমুক্ত শিশু শিক্ষা

শিশুর দেহ-মন মাতিয়ে তোলার মত খেলা, কাজ, আমোদও যে তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি হতে পারে তা এখন অনুভব করছেন শিক্ষাবিদগণ। তার প্রয়োগ পরীক্ষায় গড়ে উঠছে আরেকটি ল্যাব স্কুল।

একটি শিশু সাথীদের সাথে বৃন্দ গঠন করে খেলছে। তাতে শিশুটি কী শিখছে। শিখছে ঃ খেলার নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা; নিজেরা নিজেদের সংগঠিত করা ও পরিচালনার নেতৃত্ব গুণ; নিজেদের নানাধরনের ঝোঁক-প্রবণতা-অগ্রগামিতা-পশ্চাদগামিতা-মানসিকতাকে পারস্পরিক ও সমষ্টিগতভাবে পারম্পর্য বিধানের খাপ খাওয়ানোর শিক্ষা। এখানেই শেষ নয়। ওরা প্রতিযোগিতা করতে শিখছে। এর মধ্যে নিজদের টিমের মধ্যে সহযোগিতা করতে শিখছে। মানুষের জীবনে যা সবচেয়ে প্রয়োজন, ওরা নিজেদের মধ্যে কথায়, ইশারায়, মেজাজে, অনুনয়ে, খেলার ফলাফলে কম্যুনিকেশন বা ভাব আদান-প্রদান, চাপ গ্রহণ ও জবাব দেবার গুণাবলী আয়ত্ত করছে। তারা শিখছে, একের সাথে অন্যের সম্পর্ক। শিখছে, সাফল্য ও ব্যর্থতাকে গ্রহণের সুশিক্ষিত মানসিকতা। গত শনিবার নূতন ধরনের শিশু শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণের ক্লাস চলছিল ধানমন্ডির ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ডহুড এডুকেশন- আইসিইতে। সংক্ষিপ্ত নামটির উচ্চারণ 'আইস'। শিশুদের জন্য "ভারী মজার স্কুলের" প্রস্তুতি নিচ্ছে এ বেসরকারী উদ্যোগের ইনষ্টিটিউট।

এখানে একটা ল্যাবরেটরী স্কুল গড়ে উঠছে। ৬ বছরের আগে শিশুদের দেহ-মন বইপড়া, লেখা, অঙ্কন করার করার জন্য আদৌ প্রস্তুত নয় বলে মনোবিজ্ঞানীরা একমত। আমাদের দেশে শিশুরা ৬ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে প্রথম শ্রেণীতে দুখানি বই ধরে। আর নার্সারী স্কুলে প্লে-গ্রুপে ৩-৪ বছরের শিশুকে পড়তে দেয়া হয় ডজনখানেক বই। পাঠের গুরুভার বইতে না পারার লাঞ্ছনা, বাড়ীর কাজ যথাসময়ে করতে না পারার গঞ্জনায় শিশুদের মুখের হাসি বিলীন হয়ে যায়। এই অসহায় বিপন্ন শিশুদের কথা ভেবে বই ভারমুক্ত আনন্দময় শিশু শিক্ষার পদ্ধতি তুলছেন একজন শিক্ষাবিদ, ডঃ কে, এম সিরাজুল ইসলাম। দূরশিক্ষণ পদ্ধতি, বিজ্ঞান জাদুঘর, বগুড়ার স্যার আজিজুল হক কলেজে স্বয়ম্ভর শিক্ষার অগ্রপথিক হিসাবে তাঁকে অনেকে জানেন। '৯৬-র ৭ই জুন হতে শিশুশিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের ১৩টি বেসিক ও ২টি ফলিত কোর্সের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পদ্ধতি নিয়ে জুলাই মাসে তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির উপর যে বই বেরুবে, তা সত্যিকার অর্থে আমাদের আমাদের ছোট্ট মণিদের বিপন্নতা দূর করে আনন্দময় শিক্ষার পরিবেশ গড়ার নূতন ধারা প্রসারে সাহায্য করবে। ইউনিসেফের এমন শিশু শিক্ষার তাগিদ ছিল ও আছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্যোগে এতদূর আর তেমন কেউ অগ্রসর হননি।

শিশু ও শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে গিয়ে খ্যাতনামা বাবা-মা'র শিশু মনোতত্ত্ব জানা না থাকায় বিরাটরকম হয়ে গেছে। শিশুর উপর অতিরিক্ত চাপ কৈশোরে তাদের বিদ্রোহী করে তোলে। অনেক আদরের দুলাল জীবিত থেকেও মায়ের বুকে নেই দূরে। আজ শিশু শিক্ষার এ প্রশিক্ষণ নিতে এসে অনেক শিক্ষয়িত্রী অশ্রুসজল হয়ে বলছেন, আরও বারো বছর আগে এ প্রশিক্ষণ পেলে, বাছা আমার এমনভাবে ছেড়ে যেতো না মাকে। অতিশাসনে সন্তান কী হয়েছে, তা বলতে শিক্ষয়িত্রী মাও রুদ্ধবাক।

সারাদেশে ও মহানগরে মহানগরে সমগ্র জাতির সন্তানেরা মনোদৈহিক পীড়নের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদমিত ও মনোযোগহীনতায় শিকার হয়েছে। চাইল্ডহুড এডুকেশনকে শিশুর সংবেদনশিলতা, মনোদৈহিক সামাজিক ভাবগত বিকাশের সহায়ক করা হচ্ছে এ প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

প্রাক-স্কুল প্রাক-প্রাইমারী স্তরের শিশুদের আগে বাড়ীতে রেখে পড়ানো হতো। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে পড়ায়, মা-বাবা চাকুরী ও জীবিকায় ব্যস্ত হওয়ায়, টিভি-ভিসিআর ইন্টারনেট ঘরকেও শৈশবের শিক্ষার উপযোগী না থাকায় ১৭/১৮ হাজার কেজি ও নার্সারী স্কুল সারাদেশে গড়ে উঠেছে। এছাড়া প্রায় ৭৫ হাজার ৭৮ হাজার সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল প্রাক-প্রাথমিক ক্লাস চালাচ্ছে। সরকারী উচ্চমানের ক্যাডেট/রেসিডেন্সিয়াল/মডেল স্কুল, বেসরকারী উচ্চমানের বিদ্যালয়, সাধারণ হাজার হাজার সরকারী-বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পদ্ধতিগত সহায়তার চাহিদা পূরণের জন্য 'আইস' দুধারার শিশু শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্কলাষ্টিকা, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বিএএফ শাহীন ইএম স্কুল, গ্রীনহ্যারাল্ড, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বাংলাদেশ নেভী কেজি স্কুল, সেন্ট যোশেফ হাই স্কুলসহ ঢাকা, মৌলভীবাজার, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল, পিরোজপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার ২৪৮ জন শিক্ষয়িত্রীসহ ২৫২ জন শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী/গৃহবধূ/তরুণ-তরুণী এ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এখন শিশুদের আনন্দময় তৎপরতার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার সিলেবাস তৈরী, আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনের শিক্ষক-প্রশাসক-মা- বোনদের প্রশিক্ষণ, এ ধরনের শিশু শিক্ষার স্কুল মধ্যবিত্ত ও বস্তি এলাকায় গড়ে তোলা, গাইড বই শিক্ষক ম্যানুয়েল প্রকাশের দিকে যাচ্ছে 'আইস'। এ শিক্ষার জন্য শিক্ষা উপকরণ বড়ই বিচিত্র। চট ও কাপড়ে তৈরী কুমীর ও কচ্ছপের পুতুল খেলার মাধ্যমে জলভাগে প্রাণীদের জীবনের নানাদিক শেখে শিশুরা। বোর্ডে কাটা ও আঁকা প্রাণীদেহের টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে ওরা হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভালুকসহ প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য শেখে। কাঠের টুকরায় আঁকা হরফের খেলা থেকে শেখে হরফ । ধানমন্ডি ১৩/এ, সড়কে ১৯ নম্বর বাড়ীতে এসেছে আইস ল্যাব স্কুল। সামনে এসব উপকরণের প্রদর্শনী কেন্দ্র। অনেক স্কুলও মা-শিশুদের জন্য এসব উপকরণ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। যেসব হস্তশিল্প কারিগর প্রশিক্ষণ পেয়েছে কোথাও, তারা এসব সামগ্রী বানিয়ে স্কুল কেন্দ্রে দিয়ে যায়। স্বল্পদামের শিশুদের মনোগ্রাহী খেলা ও শেখার সামগ্রী নিয়ে ওরা কীভাবে শেখে আইস-ল্যাব কিন্ডারগার্টেন স্কুলে তা দেখা যায়। প্রত্যেক স্তরের শিশুদের নাম ও ছবি দিয়ে তাদের স্বতন্ত্র কর্ণার নির্দিষ্ট করা। মেঝেটা খেলাঘর। দোল খাবার চেয়ার, আরাম কেদারা। ভাবনা-চিন্তা করার চেয়ার-টেবিল আছে। পুরো হল রুমটা ক্রিয়েটিভ স্কুলের ডিজাইনে সাজানো। ক্লাসে টিচার হয়তো গুনগুন করে গানের মত ছড়া বলছেন আর ওদের একেকটি কাগজ, কাঠ, কাপড়ের খেলনার মত উপকরণ দিচ্ছেন। ওরা দেখে-শুনে বুঝে সেসব উপকরণের সাহায্যে আরও অনেকধরনের আঙ্গিক, কাঠামো গড়ছে। নাম শিখছে। খেলছে। দেহ-মন ভরে উঠছে শিশুদের। এ পরিতৃপ্তি ওদের পরে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী করে। মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করে। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি জীবন কেবল নয়, কর্মজীবনেও এর বলিষ্ঠ প্রভাব থাকে শৈশবের এ শিক্ষার। এ দাবী প্রতিষ্ঠাতাদের। এ শিক্ষা পদ্ধতি আজকের শিক্ষিতা তরুণীদের জন্য এক নূতন পেশার হাতছানি। শিক্ষয়িত্রীদের পেশাগত উন্নতির এক নূতন পথ। প্রত্যেক স্কুলে বা স্কুলের আশেপাশে, চাইল্ড কেয়ারের এ ধরনের শিশু শিক্ষার কেন্দ্র গড়া যাবে লাভজনকভাবে। সর্বোপরি নিজ পরিবারের সন্তানদের এমন আমোদে শিক্ষায় আনার জন্যও ৬ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন অনেক তরুণী। অনেক শিক্ষাবিদ ও জনহিতৈষী ব্যক্তিত্ব এখন এ ধরনের শিশু শিক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সমর্থন দিচ্ছেন ল্যাব স্কুলকে। সরকারী বিভাগও আসছেন, দেখছেন। গত শনিবার সাবেক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী, অভিভাবক বিশিষ্ট নাগরিকেরা আসেন স্কুলে। এখন এ পদ্ধতিতে একটি বাংলা/ইংলিশ মাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা ভাবছেন কর্তৃপক্ষ।

☐ নাজীমউদ্দিন মোস্তান